MAY 30 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

কোটিপতি রেকর্ডকীপার

শিক্ষা ভবনকে এক যুগ জিম্মি করে রেখেছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ তিনি একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। পদের নাম- রেকর্ডকীপার। চাকরি করেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরে। সাকল্যে

(৭ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষা ভবনকে এক

(প্রথম পাতার পর)

বেতন পান ৪ হাজার ৯শ' ৩৩ টাকা ১০ পয়সা। তার পরেও তিনি একজন কোটিপতি। বাড়ি, গাড়ি, কমপক্ষে ৩টি টেলিফোন, সুপার মার্কেটে ৭টি দোকানসহ আরও অনেক কিছুর মালিক তিনি। গত ৫ বছরে তিনি নিজ খরচে বিদেশ ভ্রমণই করেছেন কমপক্ষে ১০ বার। অর্থ আর প্রভাব প্রতিপত্তির দাপটে সরকারের আইন অমান্য তাঁর কাছে ডাল-ভাত। সর্বশেষ চলতি মাসেই খোদ প্রধানমন্ত্রীর আদেশ অমান্য করে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ভ্রমণ করে এসেছেন তিনি সাইপ্রাস।

আলোচিত এই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর নাম সালে উদ্দিন সেলিম। অবৈধ প্রভাব প্রতিপত্তি আর পেশীশক্তির জোরে গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে জিম্মি করে রেখেছেন তিনি শিক্ষা ভবনকে। শিক্ষা অধিদফতরের নানা অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর নাম। সর্বশেষ অপকর্ম হিসাবে সাইপ্রাস গিয়েছিলেন তিনি মে মাসের ১৪ তারিখে, আর ফিরেছেন ২৩ তারিখে। সেখানে গিয়েছিলেন ট্রেড ইউনিয়নের একটি আন্তর্জাতিক সভায় অংশ নিতে। শিক্ষা অধিদফতর তাঁর ছুটি মঞ্জুর করেছে এই শর্তে যে, এ সংক্রান্ত সকল ব্যয় সেলিম তাঁর নিজ অর্থে করবেন। কিন্তু সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অধিদফতর তাঁর বহির্বাংলাদেশ ছুটি কিভাবে মঞ্জুর করল, আর এত কম বেতনের একজন কর্মচারী বিপুল অর্থ ব্যয়ে বার বার বিদেশে কিভাবে যান- এ সবই রহস্যজনক।

সরকারী কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণের বিষয়ে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, জরুরী চিকিৎসা এবং হজ্ব পালন ব্যতীত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বিদেশ যেতে চাইলে তাঁকে অবশ্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে যেতে হবে। আদেশটি এখনও কার্যকর আছে, তার পরেও একে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে সালে উদ্দিন সেলিম ঘুরে এলেন সাইপ্রাস থেকে। সরকারী কর্মচারী হয়ে ট্রেড ইউনিয়নের সভায় কিভাবে তিনি যোগ দিলেন সেটাও একটা প্রশ্ন। আর এত সব অনিয়ম সত্ত্বেও অধিদফতরের মহাপরিচালকই বা কিভাবে তাঁকে বিদেশে যাওয়া এবং সেখানে সপ্তাহকাল অবস্থানের অনুমতি দিলেন- এও এক বিরাট রহস্য।

নিজের বার বার বিদেশ গমনের বিষয়টি অবশ্য সালে উদ্দিন নিজেও অস্বীকার করেন না। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সাইপ্রাসের আগে গত বছর জুনে তিনি গিয়েছিলেন সুইজারল্যান্ডে। তার আগে ভারত, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা আর নেপালে গেছেন তিনি একাধিকবার। এর প্রতিটি গমনই ছিল তাঁর নিজ খরচে। ৫ হাজার টাকারও কম আয়ের একজন পিয়ন পর্যায়ের কর্মচারী কোন বলে এত টাকা ব্যয় করে বার বার বিদেশ যাচ্ছেন- তার উত্তর জানা নেই কারও। কেবল

এই বিদেশ গমনই নয় সালে উদ্দিনের ব্যক্তিগত জীবন যাপনও একজন বিলাসী ধনাঢ্য ব্যক্তির মতো। রাজধানীতে রয়েছে তার একটি বিলাসবহুল পাঁচতলা বাড়ি। অফিসে আসেন নিজস্ব গাড়িতে করে। গুলিস্তানের সিদ্দিকাবাদ ভবনে, পীর ইয়েমেনি মার্কেটে এবং মিরপুরের শাহ আলী সুপার মার্কেটে রয়েছে তাঁর একাধিক দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা ভবনের যে কক্ষে বসেন তিনি সেটি রীতিমতো কার্পেট শোভিত, সরকারী একটি টেলিফোন এবং ইন্টারকম রয়েছে তাঁর রুমে। একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হয়েও কিভাবে তিনি এতসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন- সে জবাব দিতে পারেননি কেউই। বরং শিক্ষাভবনের অনেককেই তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাতে আঁতকে উঠতে দেখা গেছে। জানিয়েছেন, তাঁরা তো বটেই খোদ ডিজিকে পর্যন্ত জিম্মি করে রেখেছে এই কোটিপতি পিয়ন পর্যায়ের কর্মচারীটি!